২৬ই জুলাই, ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আবাসন অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা প্রয়োজন

২৬-জুলাই ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট ব্লাস্টের উদ্যোগে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে "জলবায়ু ন্যায্যতা ও আবাসন অধিকার : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" শীর্ষক এক মতবিনিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ মতবিনিময় সভায় আলোচকবৃন্দ জলবায়ু ন্যায্যতা ও আবাসন অধিকারের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক, নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনী অবকাঠামো, নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অধিকার সুরক্ষায় উচ্চ আদালত প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও উত্তোরণে করণীয় এবং জলবায়ু ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অধিকার সমুন্নতকরণ বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বিচারপতি নিজামুল হক,চেয়ারম্যান বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর সভাপতিত্বে সভায় মুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইফাদুল হক স হকারী অধ্যাপক ,আরবান স্টাডিজ ,স্মিথ কলেজ, যুক্তরাষ্ট্র।

মূল বক্তব্যে ইফাদুল হক বলেন, একটি সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নগর দরিদ্রদের নগরের বাসিন্দা হিসেবে সম মর্যাদার সাথে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পরিকল্পনা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শেফিল্ড স্কুল অব আর্কিটেকচারের সহকারী অধ্যাপক তানজিল শফিক বলেন, নগর দরিদ্রদের বাসস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ৬০ - ৭০ এর দশকে বিভিন্ন দেশ সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে অধিকার নিশ্চিত করেছে। সে সকল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ অনুসরণ করতে পারে।

নগর পরিকল্পনাবিদ ড. আক্তার মাহমুদ বলেন, সরকারের আশ্রায়ণ ও একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প নি¤œ আয়ের মানুষের বাসস্থানের অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তবে জলবায়ূ উদ্বাস্তুদের বাসস্থান অধিকার সুরক্ষায় স্থানীয় সরকারকে যথাযথ আইনগত ক্ষমতা, বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে।

ড্যাপ কনসালটেন্ট খন্দকার নিয়াজ রহমান বলেন, নিম্ন আয়ের মানুষের বাসস্থানের বিষয়টি ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিওবা এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে।

সারা হোসেন ,সিনিয়র এ্যাডভোকেট,বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও পরিবেশগত যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তা মোকাবেলা করার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও জলবায়ু ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন। সারা হেসেনের সঞ্চলনায় আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক। তিনি বলেন, বিগত ৩০ বছরের প্রচেষ্টার ফলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না - এই মর্মে আইনগত সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অধিকার সুরক্ষায় সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে বলে অংশগ্রহণকারীগণ সুপারিশ করেন।

সভার শেষ পর্বে উপস্থিত দর্শক সঞ্চালক ও সম্মানিত আলোচোকবৃন্দের সহিত এক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেয় এবং তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

বার্তা প্রেরক:
কমিউনিকেশন বিভাগ
ই-মেইল: communication@blast.org.bd